125
দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 2 1 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শেরপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

শেরপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ।– শেরপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ভেস্তে গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঘুষ, দুর্নীতি, বিধি লঙ্ঘন, অবহেলা এবং স্বজনপ্রীতির কারণে গত দু'বছরে সরকার ঘোষিত এসব কর্মসূচীর কোনটিই শেরপুরে সফল হয়নি। আদালতে মামলা দায়েরের ফলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সকল কর্মকান্ড বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। শিশু কিশোরদের খাদ্য গুদামেই নষ্ট হচ্ছে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নেরও বারোটা বাজছে।

এক অভিযোগে জানা যায়, গত বছর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সদর থানায় শিশু জরিপের নির্দেশ ছিল। কিন্তু শেরপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিশু জরিপের কোন কাজ করেননি। এছাড়া এই কর্মসূচীর আওতায় সদর থানায় মোট ৪২টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কার্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২ হাজার টাকা। হিসাব মতে, বরাদ্দপ্রাপ্ত মোট ৮৪ হাজার টাকার মধ্যে উক্ত থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির মাঝে নামমাত্র কয়েক শ' করে টাকা বিতরণ করে বাকি সব টাকা নিজে আত্মসাত করেন।

একটি সূত্র জানায়, টাকার অভাবে ওয়ার্ড কমিটিগুলো বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোন কার্যপরিচালনা করতে পারেনি। ফলে সরকারের এই কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেরপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পায়নি বলে জানা যায়। অপরপক্ষে গত বছর সদর থানায় 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর শুরুতেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিধিলঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচী স্থগিত ঘোষিত হয়েছে।

জানা যায়, '৯৩ সালে শেরপুর সদর থানায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী থানা শিক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে প্রথমে অধিকতর দরিদ্র এবং শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ শেরপুরের ৪টি ইউনিয়নের নাম প্রস্তাবসহ জেলা প্রশাসকের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। ইউনিয়নগুলো হলোঃ চরমুচারিয়া, গাজীরখামার, বলাইয়ের চর এবং রৌহা বেতমারী। উল্লেখিত ৪ ইউনিয়নের মধ্যে যে কোন একটি ইউনিয়নকে শিক্ষা প্রকল্প এলাকা হিসাবে নির্ধারণ না করে শেরপুরের জেলা প্রশাসকের স্মারক নং ৩৬৭, তাং ১৪/৯/৯৩ ইং মূলে সদর থানার চরশেরপুর ইউনিয়নকে শিক্ষা প্রকল্প এলাকা হিসাবে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়। জেলার কর্মসমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী সিরাজুল হকের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক বিগত ২৩/৯/৯৩ ইং তারিখে উক্ত চরশেরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৫৫ মেঃ টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু গম আর বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণে কোন প্রস্তাব না থাকা সত্ত্বেও ঐ ইউনিয়নের নাম ঘোষণা করায় সদর থানার চরমুচারিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাতেম আলী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। ফলে বন্ধ ঘোষিত হয় শিক্ষা প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড। এমনিভাবে সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী শেরপুরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েনি কখনও।